শত বর্ষের ব্যাবধানে আমরা
হেনরী গিলবার্ট

শীতের সকাল, করার তেমন কিছু একটা নেই। লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে বসলাম। দ্বিজেন্দ্র-রচনাবলী ২য় খন্ড বইটা খুলে পড়তে শুরু করলাম। হঠাৎ চোখ থমকে গেল একটা গানে -

ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী, সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা.....

কতবার শুনেছি এ গান, গেয়েছিও শতবার। আবার পড়লাম, বারে বারে পড়লাম। ধীরে ধীরে মনে হোলো যেন সেই শতবছর আগে ফিরে গেছি।

চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহতারা কোথায় উজল এমন ধারা
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে
তারা পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে, পাখীর ডাকে জেগে।।

চোখ জলে ভরে ওঠে। বুক ভেঙে কান্না আসে, এ যেন বাঁধ ভাঙা কান্নার জোয়ার। স্ত্রী ছুটে আসে। বলে, কি হোলো? কাঁদছো কেন? কি হয়েছে তোমার? বলি, এ আমি কোথায়? কোথায় আমার সেই দেশ? কোথায় আমার সেই নীল আকাশ, কালো মেঘ, সেই বিজুলীর ছটা? সবই তো আছে - তবুও কেন যেন ঠিক তেমনটা লাগে না। কেন সেই সুরটা বাজে না, যে সুরে রাখার বাঁশী বাজায়, গরু চরায়, মাঝি নৌকা বায় আর ভাটিয়ালী সুরে গান গায়। জীবন বয়ে যায় ঠিক ওই নৌকার মত ধীরে ধীরে। কোন উদ্বেগ নেই, কোন উৎকণ্ঠা নেই। আজকালকার ভাষায় বলতে গেলে - নেই কোন স্ট্রেস বা উৎপীড়ন।

আজ আমাদের জীবনে সবচেয়ে বেশী যা প্রতিয়মান - তা হচ্ছে স্ট্রেস। এর মূল কারণ মনে হয় যে আমাদের চাহিদা বেড়ে গেছে। আর এটা শুধু আমাদের এ দেশেই নয় - সে দেশেও।।

১৮৫৭ সাল, ইংরেজদের শাসন কাল। শুরু হোলো সিপাহী বিদ্রোহ। ভারতের কোনায় কোনায় জ্বলে উঠলো দেশাত্ববোধ, জ্বলে উঠলো বিদ্রোহের দাবানল। ভারতবাসী বুঝতে পারলো এই বৃটিশ-বেনিয়াদের দেশ থেকে তাড়াতে হবে। ১৯১৯ সালে জালিওয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকান্ড সেই দাবানলকে দ্বিগুনভাবে জ্বালিয়ে দিল। ক্ষুদিরাম, প্রতীলতা আর সূর্যসেন হয়ে উঠলো ভারতবাসীর প্রেরণা। শুরু হোলো লাল-কোটধারীদের সাথে যুদ্ধ। বৃটিশদের মসনদ নড়ে উঠলো। মরিয়া হয়ে উঠলো ওরাও।

গ্রামের দুই চাষী - প্রতিবেশি তারা। লালকোটের সাথে যুদ্ধে গেল তারা। একজন হিন্দু - নাম মদন। আরেকজন মুসলমান - নাম গফুর। গোরাদের বিরুদ্ধে ঢাল-সড়কী নিয়ে লড়তে লাগলো সহযোদ্ধাদের সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে। যুদ্ধ করতে করতে মদন চাষী এক সময় গুলি খেয়ে মারা গেল। মরার আগে মদন তার পাঁচ বছরের মেয়েকে গফুরের হাতে দিয়ে গেল। সেই মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে বুড়ো গফুরও একসময় প্রাণ দিল।

এ ঘটনার বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে বিভূতিভূষন বন্দোপাধ্যায়ের এক কাব্যের কাহিনীতে। এমনই ছিল তখনকার দিনের বন্ধুত্ব, সম্পর্কের গভীরতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ। আজ তা গেছে হারিয়ে। আজ আমাদের

কাধে ঝুরি ভরা স্ট্রেস। আজ আর সেই সুদখোর কাবুলীওয়ালারা নেই, আছে তার চেয়েও ভয়ানক এক জন্তু। তার নাম ব্যাংক, মর্টগেজ, ক্রেডিট কার্ড, পারসোনাল লোন। এরা সব মাসতুতু-পিসতুতো ভাই-বোন। এদের উদ্দেশ্য এক - শোষণ। রক্ত শোষণ। এ ছাড়াও আছে ছেলে-মেয়েদের স্কুল ফি, মেয়ের মিউজিক ক্লাশ, টিউশন। এই লাইফ-স্টাইল বজায় রাখতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত। আজকাল চাই স্মার্ট ফোন, আই-ফোন, আই-প্যাড।

হায়রে এ আমি কোন কালে চলে এলাম!! কোথায় গেল আমার সেই বাংলা, আমার হারানো সেই গানের সুর!!

কয়েক বছর আগে আমি কোলকাতায় গিয়েছিলাম। চল্লিশ বছর পরে যাওয়া, সব যেন নতুন লাগলো। লোকের ভীড়, নোংরা পথ, ভাঙা দেয়াল, মলিন বাড়ী-ঘর। আমি ভাই-বোনদের সাথে ঘনিষ্ট হতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু প্রতি পদে বাধা পাচ্ছিলাম। আমি বাংলায় প্রশ্ন করি - ওরা উত্তর দেয় হিন্দি বা ইংরাজীতে। অবাক হোলাম! জিজ্ঞাসা করলাম - এমন কেন? তার কোনো উত্তর নেই। বাংলা ওখান থেকে হারিয়ে গেছে। বাংলার আর তেমন কোনো চল নেই ওখানে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পৃথিবী পরিবর্তনশীল। কালের সাথে সবই বদলায়। তাই বলে মাতৃভাষা?

এ পারে বাংলার অবস্থাও অনেকটা সেই রকম। পরিবর্তন শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকে। আরবী-ফার্সী অনেক শব্দ ঢুকে পড়েছে বাংলায়। তবুও ওপার বাংলার চেয়ে এপারে বাংলার অবস্থা অনেক ভালো।

বৃটিশদের হাত থেকে বাংলাকে মুক্ত করতে বহু বাঙালি যুবক ফাঁসীর মঞ্চে ঝুলে পড়েছে। ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, বাঘা যতীন, এরা হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছে। আবার এপারে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে রফিক-শফিক, বরকত-সালাম-জব্বার। ১৯০৮ এর ১১ই আগস্ট মেদিনিপুরে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়, ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষার দাবীতে মিছিলের ওপর গুলি চলে। পঞ্চাশ বছরের ব্যাবধান। কিন্তু কয়জন এদের মনে রেখেছে এই নবীন বীর যোদ্ধাদের কথা?

ঢাকা ছিল বাংলা ভাষাভাষীদের রাজধানী। আজ সে ঢাকাও নেই, বাংলাভাষার সে অবস্থান ও নেই। এখন সব জগাখিচুরী। হিন্দী ছবির অশ্লীল নাচ না দেখলে বাঙালির ভাত হজম হয় না। অবস্থাটা এই যে - বুঝলে বোঝ, নইলে বনে চলে যাও। তাই এলাম এখানে - দেশ ছাড়লাম। এখানে নিয়ম আছে, আইন আছে, আর আছে নিয়ম মানার ইচ্ছা।

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার কোথায় এমন ধুম্র পাহাড়
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে
এমন ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।।

বাংলা হোলো নদীমাত্রিক দেশ। একদিকে গঙ্গা - অন্য দিকে ব্রহ্মপুত্র। এই দুই নদী থেকে বেরিয়েছে অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল। আর্কিয়োলজিস্টদের মতে বাংলা এককালে জলাভূমি ছিল। সে কালে জলাভূমিকে বলা হোতো বং। কালক্রমে এই বং থেকে হোলো বংগ (বঙ্গ)। মানুষের বসতি শুরু হোলো। গড়ে উঠলো লোকালয়। কত রাজা-বাদশাহ এলো, রাজত্ব করলো। পাঠান এলো, মোগল এলো, এলো ইংরেজ। সেই সাথে এলো কল-কারখানা, কলের জাহাজ। এই কল থেকেই কলকাতা। যান্ত্রিকতার শুরু সেই তখন থেকেই। আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল সেই স্নিগ্ধ নদী, পড়লো বাঁধ। পাহাড় কেটে তৈরী হোলো রাজপথ। হরিৎ ক্ষেত্র কমে সেখানে গড়ে উঠলো রাজপ্রসাদ - অট্টালিকা। মুমূর্ষ রোগীর মত এখনো কিছু ধান ক্ষেত বেঁচে আছে।

আগেই বলেছি পরিবর্ত্তন জীবনের এক অমোঘ নিয়ম। সেই আদিকাল থেকেই পরিবর্ত্তনের চাকা ঘুরছে। নদীর মত জীবনেরও পথ পরিবর্তন হয়। বরফ যুগ পার হয়েছে, লোহার যুগ পার হয়েছে, তাম্র যুগও পার হয়েছে। তড়িৎ যুগও পার হবার পথে। এখন ইথার যুগ এর শুরু। ওয়াই-ফাই আজ ঘরের জন্য অপরিহার্য্য, সবার হাতেই আই-ফোন, আই-প্যাড, আই-পড। মনে হয় আর কিছুদিন পর আমাদের জীভের আর কোন প্রয়োজন হবে না। ই-মেইল আর এস-এম-এস দিয়েই কাজ চলে যাবে। নয় কি?

কল্পনার জাল বুনি: প্রথম ছবি

মিস্টার কাজ করেন খনিতে, কুইন্সল্যান্ডের কোথাও। ইন্জিনিয়ার, মোটা বেতন। প্রতি দু-সপ্তাহে একবার বাড়িতে আসেন পরিবারের কাছে। স্ত্রী কাজ করেন কোনো একটা স্কুলে, শিক্ষিকা। সময় রাত ১১:০০টা। মিস্টার কাজে ব্যাস্ত। হঠাৎ স্ত্রীর কথা মনে পড়লো, ফোন করলো:

মিস্টার: সু, কেমন আছো?
স্ত্রী: ভাল, তোমার কি খবর? তোমার গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছে তুমি খুব ক্লান্ত। শরীর ভালো তো?
মিস্টার: ভালোই আছি। তবে তোমাকে খুব মিস করছি। কিছু ভালো লাগছে না।
স্ত্রী: আর তো মাত্র চার দিন, তারপরেই তো ঘরে ফিরে আসছো। তখন.....
মিস্টার: কিন্তু সে তো চার দিন পর। এখনি যে আমি তোমাকে চাই। না হলে.....
স্ত্রী: ছি: ছেলেমানুষী কোরো না। কাজে মন দাও। আর হ্যা, মনে রেখো, সামনের মাসে আমি দেশে যাচ্ছি, অনেক খরচ আছে।

এই হোলো আজকের ছবি।
আমরা চাহিদার জগতে বাস করছি। এ জীবনে যেন প্রয়োজনটাই বড় কথা। সেখানে অনুভব তো বাজে খরচ। ভালোবাসা-ভালোলাগা দিয়ে তো আর জিনিসপত্র কেনা যায় না।

দ্বিতীয় ছবি: একশো বছরের ফ্ল্যাশ-ব্যাক

স্বামী, দূরে মাঠে চাষ করছে। স্ত্রী মাথায় স্বামীর খাবারের পোটলা মাথায় নিয়ে সেই দিকে ধীর পদে হেটে যাচ্ছে। দূর থেকে স্ত্রীকে আসতে দেখে স্বামী একটু হাসলো - স্ত্রীও লজ্জা পেয়ে একটু হাসলো যেন। দুজনে একটা গাছের ছায়ায় গিয়ে বসলো। স্ত্রী ভীজে একটা গামছা দিয়ে স্বামীর মুখটা স্নেহভরে মুছিয়ে দিল। পরে স্বামীর সামনে খাবারের থালা তূলে ধরলো। স্বামী পরম তৃপ্তিভরে খেলো আর স্ত্রী তা চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো।

এ দৃশ্যে কোন আড়ম্বর নেই, কোন উত্তেজনা নেই। নেই কোনো নাটকীয় উচ্ছাস। যা আছে তা শুধু অনূভবের, শুধু উপলব্ধির। শুধু ভালোবাসার। কোনো প্রশ্ন নেই, দাবী-দাওয়া নেই। এ যেন বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে বিলিন হয়ে যাওয়া। এ এক পরম তৃপ্তি, পরম আনন্দ। আজ কি আমরা এমনটি কিছু পাই? এত সামান্যে কি আজকাল আমাদের মন ভরে? ভরে না....তার কারণ আজ প্রতিটি টাস্ক সমাপনের আগেই নেক্সট - এর পর কি কি করণীয় আছে। এই নেক্সট এর চাপেই সব আনন্দ-উচ্ছাস, ভালোলাগা-ভালোবাসা - বাতাসে উবে যায়। আমরা যদি বর্তমানের সদব্যাবহার করি, তবে ভবিষৎ তার পথ নিজেই খুজে নেবে। কিন্তু তা করতে যে নিয়মানুবর্ত্তীতার প্রয়োজন। সেই মহৎ জিনিসটাই আমাদের মধ্যে নেই। আজকে আমাদের জীবন - সে তো ফাঁপা, মাকাল ফলের মত।

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ
ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি

আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতে মরি।

আদি কাল থেকে আমাদের মা'য়েরা ছিলেন সংসারের মাঝি, অর্থাৎ তিনিই ছিলেন পথ-প্রদর্শক। তাঁর কোলেই নাতি-নাতনীরা বড় হোতো। পরে তাঁরাই একদিন দাদীমা-দিদিমা হোতেন। তাঁদের কোলেই শিশুরা রুপকথার গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তো। আজ সেই মায়ের ভুমিকা বদলে গেছে। রুপকথার গল্প আজ আর চলে না। আজ চাই চটকদার কার্টুন, ঢিসুম-ঢুসুম মার্কা কার্টুন। টেলিভিশন আজ গল্প বলার ভার নিয়েছে। মায়েরা আজ আর আপরিহার্য্য নয় - যেন বা একরকম অবান্তর। না হলেও চলে। মায়েরা আজ বেবী-সিটার মাত্র।

হতে পারে আমার জন্ম সেই দেশে। তবে সে দেশে মরার কোনো অভিলাশ আমার নেই। তাই তো পোটলা-পুটলি নিয়ে ভিন দেশে এসে ঘর বেঁধেছি। আর আজো মরিচিকার পেছনে ছুটে চলেছি।

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নি:শ্বাস
ওপারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস

এপারে তো এলাম, বহুদিন তো হয়ে গেল। তবুও সবকিছু যেন কেমন কেমন। এর সবই ভালো। তবুও এক এক সময় মনে হয় - কি যেন হারিয়ে ফেলেছি। সেই সুরটা যেন মনের ভেতর বাজছে না। ভর দুপুরে সেই উদাস করা রাখালিয়া বাঁশীর সুর, গ্রামের বাউল-কীর্ত্তনীয়াদের সেই মারফতি-দেহতত্ব - এসব আজ আর খুজে পাইনা।

নাকের বদল নরুন পেলাম তাকডুমাডুমডুম

বুঝে দেখুন, কি দিয়ে কি পেলাম।

এমন দেশটি কোথাও খুজে পাবে না কো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভমি - সে যে আমার জন্মভমি - সে যে আমার জন্মভমি।।

তথাস্তু।।

ই-মেইল: gilprise66@hotmail.com